নীলফামারী জেলায় অনুষ্ঠিত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত "ক্ষুদ্রঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন" বিষয়ক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালার রিপোর্ট ঃ

স্থান	ঃ হলরুম, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী।
তারিখ	ঃ ১৯.০২.২০১৭ খ্রিঃ
আয়োজনে	ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী।
প্রধান অতিথি	ঃ জনাব আনোয়ারুল করিম, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
বিশেষ অতিথি	ঃ জনাব মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
সভাপতি	ঃ জনাব মোঃ আব্দুল ফারুক, উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী।

অংশগ্রহণকারী ঃ রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার উপ পরিচালক, ঋণ সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক, জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত ১৬ জন ক্রেডিটসুপারভাইজার।

কর্মশালার উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে দেখানো হলো।
সভাপতির অনুমতিক্রমে পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।

স্বাগত বক্তব্য ঃ স্বাগত বক্তব্যে নীলফামারী জেলার উপ পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল ফারুক নীলফামারী জেলায় প্রথম বার এমন একটি বিভাগীয় কর্মশালা আয়োজনের সুযোগ করে দেয়ায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা। এজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সারা দেশের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজকের কর্মশালায় ০৮টি জেলার সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির মূল্যায়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিত হবে এবং তা সমাধানের সুপারিশ প্রণীত হবে এবং সমাধানের সম্ভাব্য দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহাপরিচালক এবং বিশেষ অতিথি পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, তাদের উপস্থিতি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাদের দিক নির্দেশনা এ অঞ্চলের যুব কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করে তুলবে বলে তিনি আশা পোষণ করেন। তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনের সীমাবদ্ধতা এবং ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানিয়ে দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার সফলতা কামনা করে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিসহ ০৮টি জেলা হতে আগত সকল সম্মানিত অংশগ্রহণকারী এবং প্রধান কার্যালয়ের রিসোর্স টীমসহ সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি ঃ পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কর্মশালায় আগত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রতি বছরই এমন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালার মাধ্যমে বিগত বছরের ঋণ কার্যক্রম ও আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের অগ্রগতি নিরূপণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দুর্বল দিক চিহ্নিত হয় এবং তা সমাধানের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমাদের সামনে সরকারের ভিশন-২০২১ এবং ২০৪১, টেশসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০-এর লক্ষ্য অর্জনের টার্গট রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) মোট ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ০৫টি লক্ষ্য- ১. দারিদ্র্য বিমোচন ২. ক্ষুধামুক্তি, ৩. সু-স্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা ও ৫. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি যুব দপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট ১২টি লক্ষ্যও পরোক্ষভাবে এ দপ্তরের কাজের সাথে সম্পর্কিত। ২০৩০ পর্যন্ত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসহ ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে যেহেতু আমাদের রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেহেতু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কাজগুলো যথাযথ অর্জন করার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে যাতে দেশের নাগরিক এসকল সুবিধাভোগ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশ এখন জনমিতিক প্রবৃদ্ধির (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট) সুবিধার মধ্যে আছে যার সুবিধা আগামী ২০৪৫ সাল নাগাদ বহাল থাকতে পারে। এ সুবিধা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেই আমরা দেশকে কাঙ্খিত একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবো। এক পরিসংখ্যান মতে প্রতিবছর প্রায় ২২ লক্ষ কর্মপ্রত্যাশী মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে অথচ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় মাত্র ১০-১২ লক্ষের মত। ফলে বাকী প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ কর্মসংস্থানের বাইরে থাকে। কিছুদিন আগে আইএলও -এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় ৪০% শিক্ষিত যুব কোন কাজের সাথে যুক্ত নেই। এমনি একটি প্রেক্ষাপটে আমরা কর্মশালা করছি। বর্ণিত তথ্যগুলো আমাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ করবে বলে তিনি ধারণা করেন। এ বিভাগের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে তিনি উল্লেখ করেন, যে পরিমাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সুযোগ ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি বা যে যার জায়গায় থেকে যত টুকু করার প্রয়োজন ছিল তা করতে সক্ষম হননি বা ততটুকু আন্তরিক ছিলেননা। পরিশেষে সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি ঃ মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, কর্মশালা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো কর্মসূচির মূল্যায়ন করা। মূল্যায়ণ না করলে আমরা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোথায় আছি তা বুঝা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যতে কর্মসূচিকে অধিকতর কার্যকরী করতে আমাদের করণীয় কি তার একটি Tool হল কর্মশালা। তিনি বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবছর ৩.০০ লক্ষেরও অধিক যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার কাজে এ অধিদপ্তর নিয়োজিত রয়েছে। তিনি বলেন, কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী উপজেলাসমূহের গত অর্থবছরের উপজেলাভিত্তিক এবং সিএসভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ব্যর্থতার বিষয়ে আলোচনা করে নিজেদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে আগামী বছরের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরো বলেন ঋণ কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য অনেক বছর ধরে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলেও বিগত দুই বছর ধরে প্রশিক্ষণ শাখার তত্ত্বাবধানে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এতে কর্মসূচিতে কিছুটা গতিময়তা এসেছে। তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এর সাথে সংগতি রেখে কাজ করতে হবে। বর্তমানে দেশে ১৩ কোটি মানুষ মোবাইল ফোন এবং ৪ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এ সকল বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগি করে তা যুবদের চাহিদা মোটানোর উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

এজন্য অনলাইনে ঋণ ও প্রশিক্ষনের আবেদন করার সুযোগ তৈরী, অনলাইন ঋণ রিপোর্টিং, মোবাইল ব্যাংক-এর মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশের যুব জনগোষ্ঠির সংখ্যা বিশ্বের যে কোন দেশের চাইতে তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বেশী। আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। প্রতি বছর যে ২২ লক্ষ যুব শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে এর মধ্য থেকে ১০ বা ১২ লক্ষ যুবকে কর্মে নিয়োজিত করতে পারলেও অবশিষ্ট ১০ লক্ষের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি-উদ্যোগে কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদেরকে শুধু আত্মকর্মী নয়, তৈরী করতে হবে উদ্যোক্তাও। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান যুব দপ্তরের প্রধান কাজ। যুগের চাহিদার সাথে মিল রেখে প্রশিক্ষণকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সকলে কেন আত্মকর্মী হচ্ছে না, এ বিষয়ে কোন ফাঁক ফোকর রয়েছে কিনা, সমন্বয় এবং যোগাযোগের অভাব রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করতে হবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ ও সমন্বয় এবং কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিত করতে তিনি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তিনি উল্লেখ করেন, ধরে বেধে কাউকে দিয়ে কাজ করানো যায়না, কাজ করতে Commitment থাকতে হবে জাতির প্রতি,দেশের প্রতি। আমাদের সামনে যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে সে সম্ভবনাকে কাজে পরিণত করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সুযোগ যেমন আছে চ্যালেঞ্জও তেমনি রয়েছে। সবাই মিলে কাজ করার মাধ্যমে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্য ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

<u>প্রশংসাপত্র প্রদান ঃ</u> তৃণমুল পর্যায়ের কর্মীগণকে কাজে উৎসাহিত করা ও অনুপ্রেরণা দেয়ার লক্ষ্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হতে তুলনামুলক ভাল পারফরমেন্সের জন্য প্রশংসা পত্র ও নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণের প্রাককালে পরিচালক (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ) বলেন, অধিদপ্তরের কর্মীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব, কতর্ব্য সফলভাবে সম্পাদনে যেন আরও বেশী আন্তরিক হন এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার সুযোগ পান এবং অন্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয় সেলক্ষ্যে বিগত দুই বছর হতে ঋণ কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী উপ-পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ক্রেডিট সুপারভাইজারদের প্রশংসাপত্র এবং আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনটি ক্যাটাগরি হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য মনোনীত এবং নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হয় এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বীকৃতি প্রাপ্তদেরকে প্রশংসাপত্র এবং প্রাইজবন্ড প্রদান করেন । নিম্নের ছকে পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং মনোনীতদের নামের তালিকা উল্লখ করা হলোঃ

ক্যাটাগরী	নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল	অবস্থান	মন্তব্য
ক্রেডিট সুপারভাইজার	১	জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	প্রথম	প্রশংসাপত্র ও ১০০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	২	জনাব মোঃ জুলফিকার আলী চৌধুরী	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	দ্বিতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৮০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৩	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	তৃতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৭০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৪	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	সৈয়দপুর, নীলফামারী	চতুর্থ	প্রশংসাপত্র ও ৬০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৫	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	পঞ্চম	প্রশংসাপত্র ও ৫০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৬	জনাব মোঃ রবিউল করিম	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	ষষ্ঠ	
	৭	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	মিঠাপুকুর, রংপুর	সপ্তম	
	৮	জনাব মুহাঃ শাহাব উদ্দিন	মিঠাপুকুর, রংপুর	অষ্টম	
	৯	জনাব মোঃ আশরাফুল আলম	সদর, দিনাজপুর	নবম	
	১০	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সৈয়দপুর, নীলফামারী	দশম	
	১১	জনাব একেএম মাহমুদুর রহমান	রংপুর সদর, সদর	একাদশ	
	১২	জনাব মোঃ রায়হান আলী	খানসামা, দিনাজপুর	দ্বাদশ	
	১৩	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	হাকিমপুর, ঘোড়াঘাট	ত্রয়োদশ	
	১৪	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান	রংপুর সদর, সদর	চতুর্দশ	
	১৫	জনাব মোঃ সিরাজুর ইসলাম	কাউনিয়া, রংপুর	পঞ্চদশ	
	১৬	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান শাহ	সৈয়দপুর, নীলফামারী	ষোড়শ	
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	১	জনাব মোঃ আওলাদহোসেন	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	প্রথম	প্রশংসাপত্র ও ১০০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	২	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	দ্বিতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৮০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৩	জনাব মোঃ এমদাদ আলী	বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও	তৃতীয়	প্রশংসাপত্র ও ৭০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)
	৪	জনাব মোঃ কায়সার আলী	মিঠাপুকুর, রংপুর	চতুর্থ	
	৫	জনাব মোঃ আলমগীর হোসন কাদেরী	পীরগঞ্জ, রংপুর	পঞ্চম	
	৬	জনাব তাহমিনা শিরিন	রংপুর সদর, রংপুর	ষষ্ঠ	
	৭	জনাব মোঃ হাসান আলী	সৈয়দপুর, নীলফামারী	সপ্তম	
	৮	জনাব মোঃ মোঃ কামরুজ্জামান	রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও	অষ্টম	
	৯	জনাব মোঃ আবদুর রহিম মিয়া	কাউনিয়া, রংপুর	নবম	
	১০	জনাব অরুন কুমার বিশ্বাস	পার্বতীপুর, দিনাজপুর	দশম	
উপ পরিচালক	১	জনাব মোঃ দিলগীর আলম	রংপুর জেলা	প্রথম	প্রশংসাপত্র ও ১০০০/- টাকার সমমানের (প্রাইজবন্ড)

কর্ম অধিবেশন (২য় পর্ব) ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণ ঃ

কর্ম অধিবেশন সঞ্চালন করেন মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ)। কর্ম অধিবেশনের শুরুতেই তিনি প্রধান কার্যালয় হতে আগত রিসোর্স টিমের সকল সদস্য এবং কর্মশালায় অংশগ্রহনের জন্য আগত উপ-পরিচালক,সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ক্রেডিট সুপারভাইজারগণকে স্বাগত জানান। তিনি অধিবেশনে ০৮ টি জেলার মধ্য হতে নিম্ন পারফরমেন্সধারী ৩৫টি উপজেলার জুন ২০১৫, জুন ২০১৬ ও ডিসেম্বর ২০১৬ মাসের ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতির উপজেলাভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন এবং করণীয় নির্ধারণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ

(অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলার নাম	সিএস সংখ্যা	বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: লক্ষ্য মাত্রা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি: ১ম দফা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি: অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা: সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা: টাকা	অগ্রগতি: ১ম দফা: সংখ্যা	১ম দফা: টাকা	অন্যান্য দফা: সংখ্যা	অন্যান্য দফা: টাকা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য: চলমান আদায়: আদায় যোগ্য	চলমান আদায়: আদায় কৃত	খেলাপী হতে আদায়: লক্ষ্য মাত্রা	খেলাপী হতে আদায়: অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	কিস্তি খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন/১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন/১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন/১৫ ঋণ খেলাপী	জুন/১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১	পীরগঞ্জ	৩	১৪.৪০	৭.৫৫	৬.১৪	১৮	৭.২০	১০	৫.২০	১১	৫.১২	১.২০	১.২০	৪.০৭	-০.৪৭	১৩.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৯৫	১৬.৪৮	১৬.২৫	-০.৭০
২	বদরগঞ্জ	৩	১৪.৪০	৬.২০	২.৮৫	১৮	৭.২০	৭	৩.১০	২	১.২০	০.৬৮	০.৬৮	৪.৪৮	-০.৪০	৬.৮৮	১.৩৯	০.৮৮	০.৯৪	-০.৪৫	১৮.৬৬	১৮.২৬	১৭.৯৬	-০.৭০
৩	পীরগাছা	৩	১৪.৪০	৪.৫০	৩.৮০	১৮	৭.২০	৫	৩.০০	৫	৩.০০	০.৫৮	০.৫৮	৩.৮৩	-০.২৬	৫.৬২	১.১৮	১.৪০	১.৪৯	০.৩১	১৫.৯৭	১৫.৭১	১৫.৭৭	-০.২০
৪	কাউনিয়া	৩	১৪.৪০	৭.৫০	৩.৯০	১৮	৭.২০	৫	২.৫০	৩	২.২৫	০.৬৩	০.৬৩	৩.৭৭	-১.৫৭	৫.৮১	০.৩৩	০.৩৩	০.৫৬	০.২৩	১৫.৭২	১৪.১৫	১৪.০২	-১.৭০
৫	গংগাচড়া	২	৯.৬০	৪.০০	২.২৫	১২	৪.৮০	৪	২.০০	৪	৩.২৫	০.৩৯	০.৩৯	৪.৮০	-০.৯৯	৫.২২	০.৩৬	০.৫৪	০.৫১	০.১৫	২০.০০	১৯.০১	১৮.২৯	-১.৭১
৬	তারাগঞ্জ	৩	১৪.৪০	৬.৫০	১.৫০	১৮	৭.২০	২১	৭.৭০	৩	২.২৫	০.৬৭	০.৬৭	৩.৯২	-০.৪২	৮.৭৫	১.১৯	১.৯৫	০.৬১	-০.৫৮	১৬.৩৩	১৫.৯১	১৭.২৬	০.৯৩
৭	সদর	৩	১৪.৪০	৫.৫০	৭.৭৫	১৮	৭.২০	২২	৮.৭০	৫	২.৭৫	১.২৫	১.১৮	১.২১	-০.২৮	১২.৯২	০.৩৩	০.০০	০.২৪	-০.০৯	৫.০৪	৪.৭৬	৫.৯৯	০.৯৫
৮	মিঠপুকুর	৩	১০.৪০	৭.২০	১.২০	১৩	৫.২০	১১	৫.০০	১	০.৭২	০.৬৩	০.৬৩	৩.৩৫	-১.৮৪	৭.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৯৬	১২.১২	১১.৬৮	-২.২৮
৯	মিঠপুকুর	০	৪.০০	৫.০০	১২.৮৫	৫	২.০০	৩৫	৩.৫০	০	০.০০	০.৮৬	০.৮৬	১.৩৬	-০.০১	১২.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৬৭	৫.৬৬	৫.৬২	-০.০৫
১০	মিঠপুকুর	০	১৪.৪০	১২.২০	১৪.০৫	১৮	৭.২০	৪৬	৮.৫০	১	০.৭২	১.৪৯	১.৪৯	৪.৭১	-১.৮৫	২০.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯.৬৩	১৭.৭৮	১৭.৩০	-২.৩৩
	মোট=	২৩	১০৬.৪০	৪৮.৯৫	২৯.৩৯	১৩৩	৫৩.২০	৮৫	৩৭.২০	৩৪	২০.৫৪	৬.০৩	৫.৯৬	২৯.৪৩	-৬.২৩	৬৫.৬৮	৪.৭৮	৫.১০	৪.৩৫	-০.৪৩	১২২.৬০	১১৬.৪০	১১৭.২২	-৫.৪১
	মোট=	০	৪.০০	৫.০০	১২.৮৫	৪০	৪.০০	৩৫	৩.৫০	০	০.০০	০.৮৬	০.৮৬	১.৩৬	-০.০১	১২.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৬৭	৫.৬৬	৫.৬২	-০.০৫

০১। বিগত বছরে মিঠাপুকুর(পরিঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত তারাগঞ্জ, রংপুর সদর ও মিঠাপুকুর(পরি) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে রংপুর সদর উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০৩। পীরগাছা, কাউনিয়া ও গঙ্গাচড়া উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী শূন্য হওয়ার স্থলে বৃদ্ধিপেয়েছে। তারাগঞ্জ ও রংপুর সদর উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার সমুদয় অংশ ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে।

০৪। পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া ও মিঠাপুকুর উপজেলার ঋণ খেলাপী হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় ঋণ খেলাপী বিদ্যমান। পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, পীরগাছা ও গঙ্গাচড়া উপজেলায় অত্যাধিক ঋণ খেলাপী বিরাজ করছে, যা কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়।

০৬। জেলার ০৮টি উপজেলার মধ্যে ০৪টি (পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট চারটি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

নীলফামারী জেলা ঃ

(অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলার নাম	সিএস সংখ্যা	বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: লক্ষ্য মাত্রা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি: ১ম দফা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি: অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা: সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা: টাকা	অগ্রগতি: ১ম দফা: সংখ্যা	১ম দফা: টাকা	অন্যান্য দফা: সংখ্যা	অন্যান্য দফা: টাকা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য: চলমান আদায়: আদায় যোগ্য	চলমান আদায়: আদায় কৃত	খেলাপী হতে আদায়: লক্ষ্য মাত্রা	খেলাপী হতে আদায়: অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	কিস্তি খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন/১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন/১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন/১৫ ঋণ খেলাপী	জুন/১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১	ডিমলা	২	৯.৬০	৩.৪০	১.৫৫	১২	৪.৮০	৫	২.৫০	৫	১.৮৫	০.৩১	০.৩১	৪.৩০	-০.১১	৪.১৪	০.৮৩	০.৭১	০.৬৯	-০.১৪	১৭.৯২	১৭.৮১	১৭.৭০	-০.২২
১৪	জলঢাকা	৩	১০.৪০	৭.০০	২.৩৫	১৩	৫.২০	৭	৪.০০	৪	২.৭৫	০.৭৩	০.৭৩	৩.০৪	-০.৬১	৯.৫০	১.৩৪	০.৪৬	০.০৯	-১.২৫	১৩.৯১	১৩.৩০	১৩.০২	-০.৮৯
১৫	জলঢাকা	০	৪.০০	৪.০০	১৩.৪০	৪০	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩	১০.৩৯	-০.১৭	১১.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৩.৩১	৪৩.১৪	৪৩.০৫	-০.২৬
১৬	জলঢাকা	০	১৪.৪০	১১.০০	১৫.৭৫	৫৩	৯.২০	৭	৪.০০	৪	২.৭৫	১.২৬	১.২৬	১৩.৭৩	-০.৭৮	২১.৩৪	১.৩৪	০.৪৬	০.০৯	-১.২৫	৫৭.২২	৫৬.৪৪	৫৬.০৭	-১.১৫
১৭	সৈয়দপুর	৩	১০.৪০	৭.৮০	১.৯০	১৩	৫.২০	১৭	৮.৩০	১০	৭.৬০	০.৯০	০.৯০	২.৩৭	-০.১৫	১১.০২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.৮৭	৯.৭২	৯.৫১	-০.৩৬
১৮	সৈয়দপুর	০	৪.০০	৪.০০	৬.০০	৪০	৪.০০	৭২	৭.২০	৪০	১৪.৭৫	১.২৪	১.২৪	৩.৮৮	-০.১৫	১২.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.১৬	১৬.০১	১৫.৯১	-০.২৫
১৯	সৈয়দপুর	০	১৪.৪০	১১.৮০	৭.৯০	৫৩	৯.২০	৮৯	১৫.৫০	৫০	২২.৩৫	২.১৪	২.১৪	৬.২৫	-০.৩০	২৩.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬.০৩	২৫.৭৩	২৫.৪২	-০.৬১
২০	ডোমার	২	৯.৬০	৫.৮০	০.৪০	১২	৪.৮০	১২	৩.৯০	৫	১.৯৫	০.৬৫	০.৬৪	৩.২৫	০.১১	৬.৫৮	১.২৮	২.৪৯	২.৮৫	১.৫৭	১৩.৫৩	১৩.৬৪	১৩.৫৫	০.০২
২১	কিশোরগঞ্জ	২	৯.৬০	৩.০০	২.৮০	১২	৪.৮০	১৮	৬.৪০	২	১.১০	০.৪৭	০.৪৭	৪.৯০	-০.৩৫	৬.৬১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.৪২	২০.০৭	১৯.৭০	-০.৭২
২২	সদর	২	৯.৬০	২.৬০	৪.১০	১২	৪.৮০	৪	২.২০	৯	৪.৮৫	০.৬৩	০.৬৩	৪.১৬	-০.১৫	৭.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭.৩৫	১৭.২০	১৭.১৭	-০.১৮
২৩	মোট=	১৪	৫৯.২০	০.০০	১৩.১০	৭৪	২৯.৬০	৬৩	২৭.৩০	৩৫	২০.১০	৩.৬৯	৩.৬৮	২২.০২	-১.২৬	৪৫.৬২	৩.৪৫	৩.৬৬	৩.৬৩	০.১৮	৯৩.০০	৯১.৭৪	৯০.৬৫	-২.৩৫
২৪	মোট=	০	০.০০	০.০০		০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	১.৭৭	১.৭৭	১৪.২৭	-০.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৯.৪৭	৫৯.১৫	৫৮.৯৬	-০.৫১

পর্যালোচনা ঃ

০১। বিগত বছরে জলঢাকা(পরিঃ) এবং সৈয়দপুর(পরিঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত জলঢাকা(পরি), ডোমার এবং নীলফামারী সদর উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে ডোমার উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০৩। ডোমার উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী শূন্য হওয়ার স্থলে বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৪। ডোমার উপজেলা ব্যতিত অন্য সকল উপজেলার ঋণ খেলাপী হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে।

০৫। ডিসেম্বর'১৬ মাসে জেলাধীন সকল উপজেলায় অত্যাধিক ঋণ খেলাপী বিরাজ করছে, যা কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। এর মধ্যে জলঢাকা উপজেলায় সর্বোচ্চ (৫৬.০৭ লক্ষ) এবং ডোমার উপজেলায় সর্বনিম্ন (১৩.৫৫ লক্ষ)।

০৬। জেলার ০৬টি উপজেলার মধ্যে ০৪টি (ডোমার, সৈয়দপুর, নীলফামারী সদর এবং জলঢাকা) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট চারটি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

লালমনিরহাট জেলাঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলা	সিএস সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: লক্ষ্য মাত্রা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি ১ম দফা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা টাকা	অগ্রগতি ১ম দফা সংখ্যা	অগ্রগতি ১ম দফা টাকা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা সংখ্যা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা টাকা	চলমান আদায়: আদায় যোগ্য	চলমান আদায়: আদায় কৃত	খলাপী হতে আদায়: লক্ষ্য মাত্রা	খলাপী হতে আদায়: অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	জুন'১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন'১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ'১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	জুন'১৫ ঋণ খেলাপী	জুন'১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৫	হাতিবান্ধা	১	৪.৮০	০.৭৫	০.৬৫	৬	২.৪০	৩	১.৩০	১	০.৭৫	০.৪১	০.৪১	৫.২২	-০.৯৬	২.৯৪	০.৪৭	০.৬০	০.৫২	০.০৫	২১.৭৪	২০.৭৮	২০.৬৪	-১.১০
২৬	পাটগ্রাম	১	৪.৮০	১.০০	১.২০	৬	২.৪০	২	১.৫০	৪	২.৮৫	০.০৮	০.০৮	৬.৪৪	-১.৮৪	৩.১২	০.০২	০.০০	০.০০	-০.০২	২৬.৮৩	২৪.৯৯	২৩.৮৮	-২.৯৫
২৭	কালিগঞ্জ	২	৯.৬০	৪.৬০	১.৭৫	১২	৪.৮০	২	১.২০	৩	১.৭৬	০.৪১	০.৪১	৫.৫৩	-০.৭৫	৩.৫৫	০.৪৪	০.৬৬	০.৩৬	-০.০৮	২৩.০৫	২২.৩০	২১.৯৫	-১.১০
২৮	আদিতমারী	২	৯.৬০	৬.৫৫	০.৭৫	১২	৪.৮০	৩	১.৫০	১	০.৭৫	০.২৬	০.২৬	৪.২৫	-০.৯৩	৪.০১	৩.৫২	৩.০০	১.৮১	-১.৭১	১৭.৬৯	১৬.৭৬	১৬.৫৪	-১.১৫
২৯	সদর	২	৯.৬০	১.১০	২.৯০	১২	৪.৮০	১৩	৬.৫০	২	১.০০	০.৩৯	০.৩৬	৩.৮৮	০.০০	৭.৩৭	১.২১	২.২৭	০.২৩	-০.৯৮	১৬.১৬	১৬.১৬	১৭.১৭	১.০১
৩০	সদর	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১	সদর	০	৯.৬০	১.১০	২.৯০	১২	৪.৮০	১৩	৬.৫০	২	১.০০	০.৩৯	০.৩৬	৩.৮৮	০.০০	৭.৩৭	১.২১	২.২৭	০.২৩	-০.৯৮	১৬.১৬	১৬.১৬	১৭.১৭	১.০১
৩২	মোট=	৮	৩৮.৪০	০.০০	০.০০	৪৮	১৯.২০	০	০.০০	০	০.০০	১.৫৫	১.৫২	২৫.৩১	-৪.৪৮	০.০০	৫.৬৬	৬.৫৩	২.৯২	-২.৭৪	১০৫.৪৭	১০০.৯৯	১০০.১৮	-৫.২৯
৩৩	মোট=	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

০১। বিগত বছরে লালমনিরহাট সদর উপজেলায়কোন ঋণ বিতরণ করা হয়নি এবং অন্য চারটি উপজেলাও লক্ষ্যমাত্রা মোতাবক ঋণ বিতরণে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে লালমনিরহাট সদর উপজেলা ব্যতিত অন্য সকল উপজেলার ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংগতি রয়েছে।

০২। পাটগ্রাম উপজেলায় দুইজন সিএস কর্মরত রয়েছেন এবং চলমান আদায়যোগ্য ও আদায়কৃত টাকা মাত্র ০.০৮ লক্ষ, যাকোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

০৩। হাতিবান্ধা ও কালিগঞ্জ উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী শূন্য হওয়ার স্থলে বৃদ্ধি পেয়েছে। লালামনিরহাট সদর উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার সমূদয় অংশ ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে।

০৪। লালমনিরহাট সদর ব্যতিত অন্য চারটি উপজেলার ঋণ খেলাপী হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের চাইতেও কম।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় অস্বাভাবিক বেশী ঋণ খেলাপী বিদ্যমান, যা কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। এর মধ্যে পাটগ্রাম উপজেলার ঋণ খেলাপী সর্বোচ্চ (২৩.৮৮ লক্ষ) এবং লালমনিরহাট সদর উপজেলায় সর্বনিম্ন ((১৭.১৭ লক্ষ)

০৬। জেলার ০৫টি উপজেলার মধ্যে ০৪টি (হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম, আদিতমারী ও কালিগঞ্জ) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। লালমনিরহাট সদর উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক কর্তৃক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

গাইবান্ধা জেলাঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলার নাম	সিএস সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: লক্ষ্য মাত্রা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি ১ম দফা	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: অগ্রগতি অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা টাকা	অগ্রগতি ১ম দফা সংখ্যা	অগ্রগতি ১ম দফা টাকা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা সংখ্যা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা টাকা	চলমান আদায়: আদায় যোগ্য	চলমান আদায়: আদায় কৃত	খলাপী হতে আদায়: লক্ষ্য মাত্রা	খলাপী হতে আদায়: অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	জুন'১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন'১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ'১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	জুন'১৫ ঋণ খেলাপী	জুন'১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৩৪	ফুলছড়ি	৩	১৪.৪০	১.৯৫	২.৭০	১৮	৭.২০	২	১.০০	১	০.৭০	০.৩৭	০.৩৩	৫.৯৫	৪.৭৯	৫.০৭	২.৩৯	৪.৩১	৪.৪৩	২.০৪	২৪.৭৯	২৯.৫৮	২৯.৫২	৪.৭৩
৩৫	সুন্দরগঞ্জ	১	৪.৮০	৩.০০	২.৪০	৬	২.৪০	৭	৩.৫০	১১	৯.২৫	০.৮৭	০.৮১	৪.৬৭	০.০৩	৯.০৮	০.৩৪	০.৫১	০.৫৫	০.২১	১৯.৪৪	১৯.৪৭	১৯.২৬	-০.১৮
৩৬	গোবিন্ধগঞ্জ	২	৯.৬০	২.৯০	১.৫০	১২	৪.৮০	১৩	৫.৮০	৩	১.১০	০.৪৬	০.৪৬	৭.১২	০.১৮	৪.৯২	১.৪৮	০.৬৫	০.৭৬	-০.৭২	২৯.৬৭	২৯.৮৫	২৯.৫৭	-০.১০
৩৭	শাদুল্লাপুর	২	৯.৬০	৪.৯০	২.০০	১২	৪.৮০	৮	৩.৬০	০	০.০০	০.৪৭	০.৩৬	৩.৯৯	৩.৪৪	৪.৮৫	৩.৩৩	১.৯৭	০.১১	-৩.২২	১৬.৬৪	২০.০৮	২২.৬৮	৬.০৪
৩৮	পলাশবাড়ি	১	৪.৮০	৫.৪৫	১.৭০	৬	২.৪০	৯	৩.৭০	০	০.০০	০.৮১	০.৫০	৫.২৯	-১.২৮	৫.০৫	২.৫৭	৫.৮২	৬.১৪	৩.৫৭	২২.০৪	২০.৭৬	২১.৪৩	-০.৬১
৩৯	সাঘাটা	২	৯.৬০	৪.৯০	১.৩০	১২	৪.৮০	৮	৩.৩০	৪	৩.৩০	০.৫৪	০.৫১	৬.২৩	০.৪৪	৬.৯৫	১.১২	০.৭৮	০.৯২	-০.২০	২৫.৯৫	২৬.৩৯	২৬.১৫	০.২০
৪০	সদর	৩	১০.৪০	৬.৪০	২.৬০	১৩	৫.২০	৯	৪.৫০	৪	৩.৬০	০.৯৫	০.৫৯	৪.১০	০.৫৯	৮.৬৮	২.৩১	১.৯৪	২.৬০	০.২৯	১৭.০৮	১৭.৬৭	১৭.৫৭	০.৪৯
৪১	সদর	০	৪.০০	০.০০	৮.০০	১০	৪.০০	০	০.০০	৩১	৬.২০	০.৪৯	০.৪৭	০.০০	০.০০	১২.৫৬	০.১৬	০.০৭	০.১৫	-০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪২	সদর	০	১৪.৪০	৬.৪০	১০.৬০	২৩	৯.২০	৯	৪.৫০	৩৫	৯.৮০	১.৪৪	১.০৬	৪.১০	০.৫৯	২১.২৪	২.৪৭	২.০১	২.৭৫	০.২৮	১৭.০৮	১৭.৬৭	১৭.৫৭	০.৪৯
৪৩	মোট=	১৪	৬৭.২০	০.০০	০.০০	৮৪	৩৩.৬০	০	০.০০	০	০.০০	৪.৪৭	৩.৫৬	৩৭.৩৫	৮.১৯	০.০০	১৩.৫৪	১৫.৯৮	১৫.৫১	১.৯৭	১৫৫.৬১	১৬৩.৮০	১৬৬.১৮	১০.৫৭
৪৪	মোট=	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.৪৯	০.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	০.০৭	০.১৫	-০.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

০১। বিগত বছরে পলাশবাড়ী উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ী উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অজনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ব্যতিত অন্য সকল উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০৩। গোবিন্দগঞ্জ এবং শাদুল্লাপুর ব্যতিত অন্য সকল উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী শূন্য হওয়ার স্থলে বৃদ্ধিপেয়েছে। শাদুল্লাপুর উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার সমূদয় অংশ ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে।

০৪। সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ এবং পলামবাড়ী উপজেলার ঋণ খেলাপী সামান্য পরিমাণ করলেও অন্য সকল উপজেলায় বিশেষ করে ফুলছড়ি (৪.৭৩ লক্ষ) এবং শাদুল্লাপুর(৬.০৪ লক্ষ) উপজেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় অস্বাভাবিক বেশী ঋণ খেলাপী বিদ্যমান, যা কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। এর মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ(২৯.৫৭ লক্ষ) ও ফুলছড়ি (২৯.৫২ লক্ষ) উপজেলার ঋণ খেলাপী সর্বোচ্চ এবং গাইবান্ধা সদর (১৭.৫৭ লক্ষ) উপজেলায় সর্বনিম্ন।

০৬। জেলার ০৭টি উপজেলার মধ্যে একমাত্র পলাশবাড়ী উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ছয়টি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদান হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

কুড়িগ্রাম জেলাঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলার নাম	সিএস সংখ্যা	বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ – লক্ষ্য মাত্রা	২০১৫-১৬ অগ্রগতি – ১ম দফা	২০১৫-১৬ অগ্রগতি – অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ – লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা টাকা	অগ্রগতি ১ম দফা সংখ্যা	অগ্রগতি ১ম দফা টাকা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা সংখ্যা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা টাকা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য: চলমান আদায় – আদায় যোগ্য	চলমান আদায় – আদায় কৃত	খেলাপী হতে আদায় – লক্ষ্য মাত্রা	খেলাপী হতে আদায় – অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	কিস্তি খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন'১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন'১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ'১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন'১৫ ঋণ খেলাপী	জুন'১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ'১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৪৫	উলিপুর	২	৯.৬০	৭.০০	০.০০	১২	৪.৮০	৭	২.৭০	০	০.০০	০.৪৭	০.২৭	৫.৫৯	০.০০	২.৬১	১.৮০	৪.৭১	৬.১৬	৪.৩৬	২৩.৩০	২৩.৩০	২৩.১০	-০.২০
৪৬	রৌমারী	২	৯.৬০	১.৬০	৩.৫০	১২	৪.৮০	৫	১.৫০	৩	১.৩০	০.৫৫	০.৪৪	৩.৪৬	-০.০৬	৪.৬২	০.৩১	০.৪৬	০.৫০	০.১৯	১৪.৪০	১৪.০৪	১৪.০১	-০.৩৯
৪৭	নাগেশ্বরী	৩	১৪.৪০	৩.৬০	৩.৪২	১৮	৭.২০	৩৮	১৪.০০	৪	১.৫৩	০.৫২	০.৫২	৩.৫৬	-০.১৭	৫.১১	১.৩৪	৩.৮৪	৩.৫৫	২.২১	১৪.৮৩	১৪.৬৬	১৪.৩২	-০.৫১
৪৮	ভূরুঙ্গামারী	১	৪.৮০	৫.৪৮	৩.০২	৬	২.৪০	৪	২.০০	০	০.০০	০.৩৯	০.৩৯	১.৭৩	-০.৬৬	৪.৬২	৬.৫৩	৯.২৩	৪.০১	-২.৫২	৭.২০	৬.৫৪	১১.৪৬	৪.২৬
৪৯	রাজারহাট	৩	১৪.৪০	২.৭৫	১.৪৫	১৮	৭.২০	১	০.৪০	০	০.০০	০.৫৮	০.৫৮	৩.০১	০.০১	২.৮৬	৫.০৫	১৪.৪২	১৪.৪১	৯.৩৬	১২.৫৬	১২.৫৭	১২.৫৭	০.০১
৫০	চিলমারী	২	৯.৬০	১.৪০	০.০০	১২	৪.৮০	২	০.৯০	৩	১.০০	০.১৫	০.১৫	৪.৫২	০.০০	১.২৬	৬.০১	৬.৯৭	৬.৭৬	০.৭৫	১৮.৮৪	১৮.৮৪	১৮.৮৪	০.০০
৫১	রাজীবপুর	২	৯.৬০	২.৪০	৪.৪৭	১২	৪.৮০	১৮	৫.৮০	২	০.৯০	০.৫৩	০.৪০	২.৯৫	২.৬১	৬.৪৭	৫.৮১	৩.৪৮	৩.৩৭	-২.৪৪	১২.২৯	১৪.৯০	১৬.৪২	৪.১৩
৫২	সদর	৩	১৪.৪০	৭.৯০	৪.৭৫	১৮	৭.২০	১২	৬.০০	০	০.০০	০.৬৬	০.৬৬	৪.৩৮	-০.১৪	৭.২৫	১.২২	১.৭৭	২.০৬	০.৮৪	১৮.২৭	১৮.১৩	১৮.০৮	-০.১৯
৫৩	ফুলবাড়ি	৩	১০.৪০	২.৩০	১.৩০	১৩	৫.২০	৭	৩.৫০	০	০.০০	০.২৫	০.২৫	৩.৩৬	-০.২৬	৪.১৬	১.৮৭	২.৫৯	৩.৪০	১.৫৩	১৩.৯৮	১৩.৭২	১৩.৬৭	-০.৩১
৫৪	ফুলবাড়ি	০	৪.০০	০.০০	০.০০	৪০	৪.০০	৭৫	৭.৫০	০	০.০০	০.৩৫	০.২১	২৮.১৪	-০.১৯	১.৯৫	২.৬৮	৪.২৭	৪.৬৮	২.০০	১১৭.২৫	১১৭.০৬	১১৬.৭১	-০.৫৪
৫৫	ফুলবাড়ি	০	১৪.৪০	২.৩০	১.৩০	৫৩	৯.২০	৮২	১১.০০	০.০০	০.০০	০.৬০	০.৪৬	৩১.৫০	-০.৪৫	৬.১১	৪.৫৫	৬.৮৬	৮.০৮	৩.৫৩	১৩১.২৩	১৩০.৭৮	১৩০.৩৮	-০.৮৫
৫৬	মোট=	২১	১০০.৮০	০.০০	০.০০	১২৬	৫০.৪০	০	০.০০	০	০.০০	৪.১০	৩.৬৬	৩২.৫৬	১.৩৩	০.০০	২৯.৯৪	৪৭.৪৭	৪৪.২২	১৪.২৮	১৩৫.৬৭	১৩৭.০০	১৪২.৪৭	৬.৮০
৫৭	মোট=	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.৩৫	০.২১	২৮.১৪	-০.১৯	০.০০	২.৬৮	৪.২৭	৪.৬৮	২.০০	১১৭.২৫	১১৭.০৬	১১৬.৭১	-০.৫৪

০১। বিগত বছরে জেলাধীন কোন উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত নাগেশ্বরী, রাজিবপুর ও ফুলবাড়ী(পরি) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অজনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে উলিপুর, রৌমারী, রাজিবপুর এবং ফুরবাড়ী উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চিলমারী উপজেলায় দুইজন সিএস কর্মরত থাকলেও মাসিক আদয়যোগ্য ও আদায়কৃত টাকা মাত্র ০.১৫ লক্ষ, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

০৩। ভূরুঙ্গামারী ও রাজিবপুর উপজেলা ব্যতিত অন্য সকল উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী শূন্য হওয়ার স্থলে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূরুঙ্গামারী ও রাজিবপুর উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার সমূদয় অংশ ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে।

০৪। উলিপুর, রৌমারী, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম সদর এবং ফুলবাড়ী উপজেলার ঋণ খেলাপী সমান্য পরিমাণ হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় অস্বাভাবিক বেশী ঋণ খেলাপী বিদ্যমান, যা কোনভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয়। এর মধ্যে ফুলবাড়ী(১৩০.৩৮ লক্ষ) উপজেলার ঋণ খেলাপী সর্বোচ্চ এবং রৌমারী (১৪.০১ লক্ষ) উপজেলায় সর্বনিম্ন।

০৬। জেলার ০৯টি উপজেলার মধ্যে ০৩টি (চিলমারী, রৌমারী ও রাজিবপুর) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৬টি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক কর্তৃক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

দিনাজপুর জেলাঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলা	সিএস সংখ্যা	বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ – লক্ষ্য মাত্রা	২০১৫-১৬ অগ্রগতি – ১ম দফা	২০১৫-১৬ অগ্রগতি – অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ – লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা টাকা	অগ্রগতি ১ম দফা সংখ্যা	অগ্রগতি ১ম দফা টাকা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা সংখ্যা	অগ্রগতি অন্যান্য দফা টাকা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য: চলমান আদায় – আদায় যোগ্য	চলমান আদায় – আদায় কৃত	খেলাপী হতে আদায় – লক্ষ্য মাত্রা	খেলাপী হতে আদায় – অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	কিস্তি খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন'১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন'১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ'১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন'১৫ ঋণ খেলাপী	জুন'১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ'১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১	পার্বতীপুর	২	১৯.২০	৮.০০	৪.৫৫	২৪	৯.৬০	৬	২.৭০	৭	৩.৮০	০.৮৬	০.৮৬	২.৮৫	-১.৯৩	১০.৩৫	০.৪২	১.০১	০.৩০	-০.১২	১১.৮৭	৯.৯৪	৮.৭৬	-৩.১১
২	ঘোড়াঘাট	১	৫.৬০	০.০০	১.০০	৭	২.৮০	১	০.৫০	১০	৩.১৫	০.৩৫	০.২৯	১.৭৪	০.৬১	৪.৫৭	৫.১১	৬.৮৯	৭.৩১	২.২০	৭.২৪	৭.৮৫	৮.৭৫	১.৫১
৩	ঘোড়াঘাট	০	৪.০০	৪.০০	০.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.৩২	০.২৩	০.০০	০.০০	০.১৬	০.০০	০.০০	০.১৩	০.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪	ঘোড়াঘাট	০	৯.৬০	৪.০০	১.০০	৪৭	৬.৮০	১	০.৫০	১০	৩.১৫	০.৬৭	০.৫২	১.৭৪	০.৬১	৪.৭৩	৫.১১	৬.৮৯	৭.৪৪	২.৩৩	৭.২৪	৭.৮৫	৮.৭৫	১.৫১
৫	বিরামপুর	২	১৯.২০	৬.৭০	৪.১০	২৪	৯.৬০	২	১.০০	০	০.০০	০.৬২	০.৫৬	৩.৪৩	-১.০৯	৮.৭৬	১.৪৯	১.৬৪	১.৫১	০.০২	১৪.৩১	১৩.২২	১৩.৩৫	-০.৯৬
৬	বিরল	২	১৯.২০	৮.৭০	৬.৬৫	২৪	৯.৬০	১৯	৬.৩০	১৩	৭.০৫	১.২৫	১.২৫	২.৪৮	১.২৯	১৭.৭৯	৫.১৭	২.৫৫	০.৪৯	-৪.৬৮	১০.৩২	১১.৬১	১১.৯৪	১.৬২
৭	বোচাগঞ্জ	৩	২০.৮০	৭.৯০	৪.০০	২৬	১০.৪০	১৩	৪.৫০	২২	১৩.৪০	১.৫০	১.৪৩	৩.০৫	১.৪৬	১৫.২৯	১.২৯	১.৬১	২.২১	০.৯২	১২.৬৯	১৪.১৫	১৩.৯৬	১.২৭
৮	বোচাগঞ্জ	০	৮.০০	৩.০০	২৬.৯৪	১০	৪.০০	৩০	৩.০০	৭৯	৭.৯১	১.৫৬	১.৫৬	২২.০৫	০.০০	২৭.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯১.৮৮	৯১.৮৮	৯১.৮৮	০.০০
৯	বোচাগঞ্জ	০	২৮.৮০	১০.৯০	৩০.৯৪	৩৬	১৪.৪০	৪৩	৭.৫০	১০১	২১.৩১	৩.০৬	২.৯৯	২৫.১০	১.৪৬	৪২.৮৪	১.২৯	১.৬১	২.২১	০.৯২	১০৪.৫৭	১০৬.০৩	১০৫.৮৪	১.২৭
১০	নওয়াবগঞ্জ	১	৫.৬০	২.৪০	০.৪০	৭	২.৮০	১০	৪.৩০	৬	১.৪৫	০.৫৩	০.৪২	১.৯৪	-০.৪৬	৫.৯৫	০.০৫	০.৬১	০.৪৯	০.৪৪	৮.০৭	৭.৬১	৭.৫১	-০.৫৬
১১	নবাবগঞ্জ	০	৪.০০	৪.০০	০.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.৩২	০.২৮	০.০০	০.০০	০.৮৮	০.০০	০.০০	০.১১	০.১১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২	নওয়াবগঞ্জ	০	৯.৬০	৬.৪০	০.৪০	৪৭	৬.৮০	১০	৪.৩০	৬.০	১.৪৫	০.৮৫	০.৭০	১.৯৪	-০.৪৬	৬.৮৩	০.০৫	০.৬১	০.৬০	০.৫৫	৮.০৭	৭.৬১	৭.৫১	-০.৫৬
১৩	হাকিমপুর	২	১৯.২০	৩.৭০	৬.৯০	২৪	৯.৬০	৫	২.৭০	১৫	৭.০৫	১.১৬	১.০৫	২.৫৩	-০.৯১	১২.৮১	২.২০	১.৬৯	২.১৩	-০.০৭	১০.৫৫	৯.৬৪	৯.০৮	-১.৪৭
১৪	দিনাজ সদর	৩	২৮.৮০	১৫.০৪	৪.২৮	৩৬	১৪.৪০	৬	৩.০০	১৩	৫.৪০	১.২৮	১.২৫	২.৭১	-০.৮১	১৯.৬৪	২.০৪	১.১৬	১.১৫	-০.৮৯	১১.৩১	১০.৫০	৯.৭৪	-১.৫৭
১৫	কাহারোল	২	১৫.২০	৯.২০	৬.৮৭	১৯	৭.৬০	৫	২.৪০	৮	৩.০৫	১.১৯	১.০৪	২.১৭	২.৫৮	৯.৯৯	৩.০৭	৩.৩৩	৫.০৪	১.৯৭	৯.০৬	১১.৬৪	১১.২৪	২.১৮
১৬	কাহারোল	০	৪.০০	৩.৫০	০.০০	৪০	৪.০০	১৭	০.০০	২৫	৬.৬০	০.৮০	০.৮০	০.০০	০.০০	৪.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	কাহারোল	০	১৯.২০	১২.৭০	৬.৮৭	৫৯	১১.৬০	২২	২.৪০	৩৩	৯.৬৫	১.৯৯	১.৮৪	২.১৭	২.৫৮	১৪.৪০	৩.০৭	৩.৩৩	৫.০৪	১.৯৭	৯.০৬	১১.৬৪	১১.২৪	২.১৮
১৮	বীরগঞ্জ	২	১৯.২০	৭.৯০	৪.৭৮	২৪	৯.৬০	১৪	৫.০০	৯	৪.২০	১.৭৯	১.৫৬	৩.৮১	-১.২৩	১৮.২৪	১.৮৫	৩.১৯	২.৬১	০.৭৬	১৫.৮৬	১৪.৬৩	১৫.১১	-০.৭৫
১৯	খানসামা	২	১৯.২০	১০.৫০	৩.৮৫	২৪	৯.৬০	৮	৪.০০	০	০.০০	০.৮৫	০.৮৫	৪.৬১	-৩.৭৫	৭.২৯	০.৮৬	০.৮৮	১.৪১	০.৫৫	১৯.২১	১৫.৪৬	১৫.২৬	-৩.৯৫
২০	চিরিরবন্দর	২	১৫.২০	৫.০৪	৭.৪৮	১৯	৭.৬০	৬	২.৭০	১	০.৫০	০.৮৮	০.৭১	২.৩৪	১.৩৫	১২.৩৫	২.৫৯	১.২৮	১.৫৭	-১.০২	৯.৭৭	১১.১২	১১.৫৪	১.৭৭
২১	চিরিরবন্দর	০	৪.০০	৩.৫০	০.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	৩১	৫.৮৫	০.৮১	০.৮১	০.০০	০.০৮	৩.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৮	০.০০	০.০০
২২	চিরিরবন্দর	০	১৯.২০	৮.৫৪	৭.৪৮	৫৯	১১.৬০	৬	২.৭০	৩২	৬.৩৫	১.৬৯	১.৫২	২.৩৪	১.৪৩	১৬.০৩	২.৫৯	১.২৮	১.৫৭	-১.০২	৯.৭৭	১১.২০	১১.৫৪	১.৭৭
২৩	ফুলবাড়ী	২	১৫.২০	৩.০০	৬.৫৪	১৯	৭.৬০	১৫	৫.৩৫	১৭	৬.৬০	০.৯১	০.৭৪	২.২৬	২.১৫	১০.৪৩	৫.২৫	৪.০৭	৪.৩৬	-০.৮৯	৯.৪২	১১.৫৭	১১.০০	১.৫৮
২৪	ফুলবাড়ী	০	৪.০০	৪.৫০	০.০০	৮০	৮.০০	৩০	৩.০০	০	০.০০	০.৬০	০.৬০	০.০৪	১.০৬	২.৭১	০.৪৭	০.০০	০.০৯	-০.৩৮	০.১৬	১.২২	১.১২	০.৯৬
২৫	ফুলবাড়ী	০	১৯.২০	৭.৫০	৬.৫৪	৯৯	১৫.৬০	৪৫	৮.৩৫	১৭	৬.৬০	১.৫১	১.৩৪	২.৩০	৩.২১	১৩.১৪	৫.৭২	৪.০৭	৪.৪৫	-১.২৭	৯.৫৮	১২.৭৯	১২.১২	২.৫৪

০১। বিগত বছরে ঘোড়াঘাট(পরিঃ), কাহারোল(পরিঃ), চিরিরবন্দর(পরিঃ) ও ফুলবাড়ী(পরিঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত নবাবগঞ্জ(আত্মঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে বিরল, বোচগঞ্জ(পরিঃ), কাহারোল (পরিঃ), খানসামা, চিরিরবন্দর (পরিঃ) ও ফুলবাড়ী(পরিঃ) ব্যতিত অন্য সকল উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০৩। ঘোড়াঘাট, বিরামপুর, বোচগঞ্জ(আত্মঃ), নবাবগঞ্জ, কাহারোল(আত্মঃ), বীরগঞ্জ ও খানসামা উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী শূন্য হওয়ার স্থলে বৃদ্ধিপেয়েছে। চিরিরবন্দর (আত্মঃ), ফুলবাড়ী (আত্ম) উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার সমূদয় অংশ ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে এবং বিরল উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার অংশবিশেষ ঋণ খেলাপীতে যুক্ত হয়েছে।

০৪। পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া ও মিঠাপুকুর উপজেলার ঋণ খেলাপী হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় ঋণ খেলাপী বিদ্যমান। এর মধ্যে বোচাগঞ্জ(১০৫.৮৪ লক্ষ) উপজেলার ঋণ খেলাপী সর্বোচ্চ এবং নবাবগঞ্জ (৭.৫১ লক্ষ) উপজেলায় সর্বনিম্ন।

০৬। জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে ০৪টি (খানসামা, কাহারোল, ফুলবাড়ী এবং বিরল) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট নয়টি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

০৭। ঘোড়াঘাট উপজেলায় উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পদটি শূণ্য রয়েছে এবং সেখানে একজন মাত্র সিএস কর্মরত থাকায় সার্বিক কর্মসম্পাদন বিঘ্ন হচ্ছে বিধায় জেলাধীন অন্য উপজেলা (যেখানে তিনজন সিএস কর্মরত আছে) থেকে একজন সিএস পদায়ন করার বিষয়ে আলাচনা হয়। কাহারোল এবং ফুলবাড়ী উপজেলায় দীর্ঘদিন যাবৎ একই স্টেশনে কর্মরত থাকায় সিএসদের কাজে শৈথিল্য এসেছে, তাদের অন্য কর্মস্থলে বদলী করে নতুন সিএস পদায়ন করলে কাজে গতিশীল হবে বলে আলোচনা হয়। বিরামপুর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ফুলবাড়ী ও হাকিমপুর উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন, ফলে তিনি কোন উপজেলাই ঠিকমত সময় দিতে পারছেন না; কমপক্ষে একটি উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব হতে তিনি অব্যাহতি চান।

গাইবান্ধা জেলা ঃ

(অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলার নাম	সিএস সংখ্যা	বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি: ১ম দফা	অগ্রগতি: অন্যান্য দফা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা: সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা: টাকা	অগ্রগতি: ১ম দফা: সংখ্যা	১ম দফা: টাকা	অন্যান্য দফা: সংখ্যা	অন্যান্য দফা: টাকা	আদায় সংক্রান্ত তথ্য: চলমান আদায়: আদায় যোগ্য	আদায় কৃত	খেলাপী হতে আদায়: লক্ষ্য মাত্রা	অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি	২০১৫-১৬ মোট আদায়	কিস্তি খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন/১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন/১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য: জুন/১৫ ঋণ খেলাপী	জুন/১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১	পীরগঞ্জ	৩	২০.৮০	৫.৭৬	৭.৮৭	২৬	১০.৪০	৭	৩.৪৮	১০	৫.১৯	১.১৪	১.১০	২.৯৩	০.০১	১০.৪০	০.৫৯	০.৭৯	০.৭০	০.১১	১২.২১	১২.২২	১২.১৯	-০.০২
২	পীরগঞ্জ	০	৮.০০	৪.০০	৮.৭০	১০	৪.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	১.১১	০.৭৭	১.০৬	০.০০	১২.৪১	১.৭৪	২.৭৫	৪.৩২	২.৫৮	৪.৪০	৪.৪০	৪.৪০	০.০০
৩	পীরগঞ্জ	০	২৮.৮০	৯.৭৬	১৬.৫৭	৩৬	১৪.৪০	৪৭	৭.৪৮	১০	৫.১৯	২.২৫	১.৮৭	৩.৯৯	০.০১	২২.৮১	২.৩৩	৩.৫৪	৫.০২	২.৬৯	১৬.৬১	১৬.৬২	১৬.৫৯	-০.০২
৪	বালিয়াডাঙ্গী	২	১৫.২০	১০.২৫	৫.১৫	১৯	৭.৬০	৪	৩.৭০	৪	৩.৯০	১.১০	১.১০	২.৩৬	-০.১৭	১৩.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.৮৩	৯.৬৬	৯.৪৭	-০.৩৬
৫	বালিয়াডাঙ্গী	০	৪.০০	৭.৫০	০.০০	৪০	৪.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	০.৬৭	০.৬৭	০.০০	০.০০	৩.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	বালিয়াডাঙ্গী	০	১৯.২০	১৭.৭৫	৫.১৫	৫৯	১১.৬০	৪৪	৭.৭০	৪	৩.৯০	১.৭৭	১.৭৭	২.৩৬	-০.১৭	১৭.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯.৮৩	৯.৬৬	৯.৪৭	-০.৩৬
৭	রাণীশংকৈল	২	১৫.২০	৭.৩৬	৩.৪৮	১৯	৭.৬০	৫	২.৪০	৫	২.৭২	০.৭৮	০.৭৮	১.০৭	-০.১২	৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৪৬	৪.৩৪	৪.২৮	-০.১৮
৮	রাণীশংকৈল	০	৪.০০	৪.০০	০.০০	৪০	৪.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	০.৪৮	০.৪৮	০.০০	০.০০	৩.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯	রাণীশংকৈল	০	১৯.২০	১১.৩৬	৩.৪৮	৫৯	১১.৬০	৪৫	৬.৪০	৫	২.৭২	১.২৬	১.২৬	১.০৭	-০.১২	১১.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৪৬	৪.৩৪	৪.২৮	-০.১৮
১০	হরিপুর	১	৯.৬০	৩.৪০	১.২০	১২	৪.৮০	৫	১.৮০	০	০.০০	০.৩৪	০.২৫	১.৪৬	-০.২৫	২.৯৩	০.০৬	১.০১	১.৭৮	১.৭২	৬.০৭	৫.৮২	৫.৮২	-০.২৫
১১	সদর	৩	২৮.৮০	২২.৪৫	৩.৮৫	৩৬	১৪.৪০	২৯	৭.৮৬	১১	৩.৭২	১.৯৫	১.৯৫	২.৭৮	-০.২২	২০.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.৬০	১১.৩৮	১১.৩৪	-০.২৬
১২	মোট=	১১	১০৫.৬০	০.০০	০.০০	১৩২	৫২.৮০	০	০.০০	০	০.০০	৫.৩১	৫.১৮	১০.৬০	-০.৭৫		০.৬৫	১.৮০	২.৪৮	১.৮৩	৪৪.১৭	৪৩.৪২	৪৩.১০	-১.০৭
১৩	মোট=	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	২.২৬	১.৯২	১.০৬	০.০০		১.৭৪	২.৭৫	৪.৩২	২.৫৮	৪.৪০	৪.৪০	৪.৪০	০.০০

০১। বিগত বছরে বালিয়াডাঙ্গী(পরিঃ) এবং রানী সংকৈল(পরিঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত পীরগঞ্জ(পরি), বালিয়াডাঙ্গী(পরিঃ) এবং রানী সংকৈল(পরিঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে পীরগঞ্জ এবং হরিপুর উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০৩। বালিয়াডাঙ্গী, রানীসংকৈল এবং ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় বিবেচ্য সময়ের পুরোটাই কিস্তিখেলাপী শূন্য রয়েছে অথচ পীরগঞ্জ এবং হরিপুর উপজেলায় অব্যাহতভাবে কিস্তি খেলাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০৪। পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া ও মিঠাপুকুর উপজেলার ঋণ খেলাপী হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় ঋণ খেলাপী বিদ্যমান। এর মধ্যে পীরগঞ্জ(১৬.৫৯ লক্ষ) উপজেলার ঋণ খেলাপী সর্বোচ্চ এবং রানীসংকৈল (৪.২৮ লক্ষ) উপজেলায় সর্বনিম্ন।

০৬। জেলার ০৫টি উপজেলার মধ্যে ০৩টি (বালিয়াডাঙ্গী, রানীসংকৈল এবং ঠাকুরগাঁও সদর) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুইটি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদনন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

পঞ্চগড় জেলা ঃ

(অংকসমুহ লক্ষ টাকায়)

নং	উপজেলার নাম	সিএস সংখ্যা	বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য										আদায় সংক্রান্ত তথ্য					কিস্তি খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য				ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য			
			২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিতরণ			২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেঃ১৬ পর্যন্ত বিতরণ							চলমান আদায়		খেলাপী হতে আদায়		২০১৫-১৬ মোট আদায়	জুন/১৫ কিস্তি খেলাপী	জুন/১৬ কিস্তি খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ কিস্তি খেলাপী	ব্যবধান	জুন/১৫ ঋণ খেলাপী	জুন/১৬ ঋণ খেলাপী	ডিসেঃ/১৬ ঋণ খেলাপী	ব্যবধান
			লক্ষ্য মাত্রা	অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি				আদায় যোগ্য	আদায় কৃত	লক্ষ্য মাত্রা	অগ্র গতি হ্রাস/বৃদ্ধি									
				১ম দফা	অন্যান্য দফা	সংখ্যা	টাকা	১ম দফা		অন্যান্য দফা														
								সংখ্যা	টাকা	সংখ্যা	টাকা													
১	২	৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
১	তেতুলিয়া	২	৯.৬০	৩.৫০	১.২৫	১২	৪.৮০	১০	৪.৭০	১৩	৩.৪০	০.৬৫	০.৪৫	৪.৩২	-০.৪৬	৩.৯৬	৩.৫১	৩.৮২	৩.০০	-০.৫১	১৭.৯৮	১৭.৫২	১৭.১৪	-০.৮৪
২	তেতুলিয়া	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬৪	-০.৫০	০.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৬৫	২.১৫	১.৮৪	-০.৮১
৩	তেতুলিয়া	০	৯.৬০	৩.৫০	১.২৫	১২	৪.৮০	১০	৪.৭০	১৩	৩.৪০	০.৬৫	০.৪৫	৪.৯৫	-০.৯৬	৪.৪৫	৩.৫১	৩.৮২	৩.০০	-০.৫১	২০.৬৩	১৯.৬৭	১৮.৯৮	-১.৬৫
৪	দেবীগঞ্জ	১	৪.৮০	০.০০	০.৪০	৬	২.৪০	০	০.০০	০	০.০০	০.০৯	০.০৬	৮.৭৩	০.৫২	০.০০	০.৩৮	০.৬৩	০.৯৯	০.৬১	৩৬.৩৯	৩৬.৯১	৩৬.৯১	০.৫২
৫	আটোয়ারী	২	৯.৬০	২.৬৫	১.৯৫	১২	৪.৮০	২৫	৭.৫০	৯	২.১৫	০.৬৩	০.৬৩	০.৮৩	-০.০৯	৫.৯৪	০.২১	০.০০	০.০০	-০.২১	৩.৪৫	৩.৩৬	৩.১৫	-০.৩০
৬	সদর	২	৯.৬০	৬.৭২	০.০০	১২	৪.৮০	১২	৭.৯৪	২৬	৬.৬৬	০.৭৮	০.৭৮	৩.২২	-২.৯৬	১২.১২	০.৩৯	০.০৩	০.০০	-০.৩৯	১৩.৪২	১০.৪৬	৬.৫৩	-৬.৮৯
৭	বোদা	২	৫.৬০	১.৫৬	৭.৮০	৭	২.৮০	১৩	৫.৮০	৬	৩.০৫	০.৬৪	০.৬৪	১.৭৮	২.৬৩	৫.৬১	২.৭০	০.১৮	০.০৪	-২.৬৬	৭.৪০	১০.০৩	৯.৮২	২.৪২
৮	বোদা	০	৪.০০	৩.৫০	০.০০	৪০	৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.২৮	০.২৮	১.৮৯	-০.১০	৫.১৩	০.৩২	০.০০	০.০০	-০.৩২	৭.৮৬	৭.৭৬	৭.৭৬	-০.১০
৯	বোদা	০	৯.৬০	৫.০৬	৭.৮০	৪৭	৬.৮০	১৩	৫.৮০	৬	৩.০৫	০.৯২	০.৯২	৩.৬৬	২.৫৩	১০.৭৪	৩.০২	০.১৮	০.০৪	-২.৯৮	১৫.২৬	১৭.৭৯	১৭.৫৮	২.৩২
১০	মোট=	৯	৪৩.২০	০.০০	০.০০	৫৪	২১.৬০	০	০.০০	০	০.০০	২.৭৯	২.৫৬	১৮.৮৭	-০.৩৬		৭.১৯	৪.৬৬	৪.০৩	-৩.১৬	৭৮.৬৪	৭৮.২৮	৭৩.৫৫	-৫.০৯
১১	মোট=	০		০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.২৮	০.২৮	২.৫২	-০.৬০		০.৩২	০.০০	০.০০	-০.৩২	১০.৫১	৯.৯১	৯.৬০	-০.৯১

০১। বিগত বছরে বোদা(পরিঃ) উপজেলা ব্যতিত জেলার অন্য সকল উপজেলা বছরের জন্য নির্ধারিত বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। চলমান অর্থবছরে এ পর্যন্ত দেবীগঞ্জ উপজেলা নির্ধারিত প্রথম দফার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০২। চলমান আদায় শতভাগ অর্জন বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বর'১৬ মাসে দেবীগঞ্জ এবং তেঁতুলিয়া উপজেলা তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

০৩। দেবীগঞ্জ ব্যতিত অন্য সকল উপজেলার জুন'১৫-তে স্থিত কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেয়েছে। বোদা উপজেলার কিস্তি খেলাপী হ্রাস পেলেও তার অধিকাংশই ঋণ খেলাপীতে যুক্ত

০৪। পঞ্চগড় সদর উপজেলার ঋণ খেলাপী আদায়ের অবস্থা সন্তোষজক। তেঁতুলিয়া উপজেলার ঋণ খেলাপী হ্রাস পেলেও তা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে। বিবেচ্য সময়ে বোদা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলার ঋণ খেলাপী বৃদ্ধি পেয়েছে, যাকোনভাইে কাম্য নয়।

০৫। জেলাধীন সকল উপজেলায় ঋণ খেলাপী বিদ্যমান। এর মধ্যে দেবীগঞ্জ(৩৬.৯১ লক্ষ) উপজেলার ঋণ খেলাপী সর্বোচ্চ এবং রানীসংকৈল (৬.৫৩ লক্ষ) উপজেলায় সর্বনিম্ন।

০৬। জেলার ০৫টি উপজেলার মধ্যে ০৩টি (তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও পঞ্চগড় সদর) উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুইটি উপজেলায় অদ্যাবধি ঋণ কার্যক্রমের কোন নিরীক্ষা সম্পাদন হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকার ২৬.০ নং অনুচ্ছেদে উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক কর্তৃক জেলার আওতাধীন উপজেলাসমূহে প্রতি ছয়মাস পর পর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও তা কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালন হচ্ছে না।

০৭। দেবীগঞ্জ উপজেলায় কর্মরত একমাত্র সিএস নিয়মিত অফিসে উপস্থিত হন না, এছাড়াও তার ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে অফিসের কর্মসম্পাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে জেলাধীন অন্য উপজেলা হতে এক জন সিএস পদায়নের বিষয়ে আলাচনা হয়।

ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি অর্জনে নির্দেশনা ঃ

০১। বছরের শুরুতে নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০ জুন ২০১৭ এর মধ্যে উপজেলাগুলোকে ঋণ বিতরণ ও খেলাপী ঋণ আদায় শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম দফাসহ সকল দফায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকার ৫.০ নং অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন অর্থাৎ প্রকল্পবিহীন ঋণ প্রস্তাব পেশ ও ঋণ অনুমোদন নীতি বহির্ভূত।

০২। চলমান কিস্তি শতভাগ আদায় এবং ৩১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে উপজেলায় স্থিত সকল কিস্তি খেলাপী আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

০৩। পুরাতন ফরমেটের পরিবর্তে হালনাগাদ ফরমেটে সকল প্রতিবেদন যথাসময়ে উর্ধ্বতন কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৪। উপজেলার প্রতিবেদনের সাথে সংগতিরেখে যথার্থ তথ্য যথাস্থানে পূরণ করে জেলা কার্যালয় থেকে সমন্বিত ও যাচিত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

০৫।জেলার সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উপজেলার মূল প্রতিবেদনে সাথে তথ্যের তুলনা করে সঠিকতা নিরূপণ করতে হবে। প্রতিমাসে যাচিত রিপোর্ট উপজেলা/জেলাকে এবং প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

০৬। ক্ষুদ্রঋণ কার্য-নির্দেশিকা ২৬.০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা মতে উপপরিচালক বা সহকারী পরিচালক প্রতি ছয় মাস অন্তর জেলাধীন সকল উপজেলার ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন পূর্বক নির্ধারিত ফরমেটে যথাসময়ে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদনপ্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঋণ প্রতিবেদনের অসংগতিসমূহ ঃ

কর্ম অধিবেশনের এ পর্বে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ জনাব এস এম জিল্লুর রহমান মাসের ঋণ প্রতিবেদনের বিভিন্ন অসংগতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন এবং প্রতিটি উপজেলাকে প্রদত্ত নির্দেশনা মাফিক কাজ করতে অনুরোধ জানান । উপজেলা ওয়ারী অসংগতিসমূহ নিম্নরূপঃ

নং	অসংগতির বিবরণী	একই অসংগতি পূর্ণ উপজেলার নাম	বিগত কর্মশালায় এ অসংগতি ছিল কিনা ?
১	আদায়যোগ্য হয়নি আসলে কম বা বেশী	রংপুর- পীরগঞ্জ, পীরগাছা, গঙ্গাচড়া, মিঠাপুকুর(আত্ম; নীলফামারী- ডোমার, সদর; দিনাজপুর-ঘোড়াঘাট, বিরামপুর, পার্বতীপুর,ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ; কুড়িগ্রাম- রাজারহাট, রজিবপুর, সদর, ফুলবাড়ী (পরি); পঞ্চগড়- দেবীগঞ্জ, সদর; ঠাকুরগাঁও- বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর; গাইবান্ধা- পলাশবাড়ী; লালমনিরহাট- হাতিবান্ধা, আদিতমারী।	রংপুর- কাউনিয়া, পলাশবাড়ী, পঞ্চগড়- দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও- হরিপুর।
২	বিতরণযোগ্য ব্যাংক স্থিতিতে কম বা বেশী	রংপুর- কাউনিয়া,গঙ্গাচড়া; দিনাজপুর- কাহারাল; কুড়িগ্রাম- উলিপুর, রাজারহাট, রজিবপুর, ফুলবাড়ী; ঠাকুরগাঁও- পীরগঞ্জ (পরি), বলিয়াডাঙ্গী, হরিপুর, সদর; গাইবান্ধা- পলাশবাড়ী; লালমনিরহাট- সদর।	রংপুর- কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া, দিনাজপুর-কাহারোল, কুড়িগ্রাম-রাজিবপুর, ফুলবাড়ী, ঠাকুরগাঁও- পীরগঞ্জ(আত্মঃ)
৩	ব্যাংকস্থিতি বিবরণীর সকল ঘর পূরণ করা হয়নি	দিনাজপুর-চিরিরবন্দর, কুড়িগ্রাম- রাজারহাট, ফুলবাড়ী	
৪	পূর্ববর্তী মাসের সাথে বর্তমান মাসের আদায়যোগ্য গড়মিল	রংপুর-গঙ্গাচড়া; দিনাজপুর - পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ কাহারোল; ঠাকুরগাঁও-হরিপুর।	দিনাজপুর- পার্বতীপুর, কুড়িগ্রাম- ফুলবাড়ী
৫	পূর্ববর্তী মাসের সাথে বর্তমান মাসের ঋণ খেলাপী গড়মিল	দিনাজপুর- পার্বতীপুর, কাহারোল; কুড়িগ্রাম- ফুলবাড়ী; ঠাকুরগাঁও- রানীসংকৈল	

নং	অসংগতির বিবরণী	একই অসংগতি পূর্ণ উপজেলার নাম	বিগত কর্মশালায় এ অসংগতি ছিল কিনা ?
৬	কিস্তি খেলাপী বা ঋণ খেলাপী কম বা বেশী	ঠাকুরগাঁও- রানীসংকৈল, রংপুর- তারাগঞ্জ, কাউনিয়া, নীলফামারী- জলঢাকা, ডোমার; কুড়িগ্রাম- নাগেশ্বরী, রৌমারী, চিলমারী	
৭	প্রাপ্ত প্রবৃদ্ধিতে কম বা বেশী	রংপুর- পীরগঞ্জ, পীরগাছা নীলফামারী- জলঢাকা; দিনাজপুর-বোচাগঞ্জ, খানসামা (আত্মঃ), ফুলবাড়ী (আত্মঃ), কাহারোল; কুড়িগ্রাম- রাজারহাট, ফুলবাড়ী (পরি); ঠাকুরগাঁও- পীরগঞ্জ, হরিপুর, সদর; গাইবান্ধা- পলাশবাড়ী।	রংপুর-পীরগাছা, পীরগঞ্জ, নীলফামারী - জলঢাকা, দিনাজপুর- বোচাগঞ্জ, কাহারোল, খানসামা, ফুলবাড়ী(আত্ম), কুড়িগ্রাম- ফুলবাড়ী, ঠাক-হরিপুর, লালমনিরহাট- আদিতমারী
৮	মূল প্রতিবেদন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদনে উপকারভোগী সংখ্যা কম বা বেশী	রংপুর- বদরগঞ্জ, পীরগাছা; নীলফামারী - জলঢাকা, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, সদর; দিনাজপুর- বিরামপুর, বোচাগঞ্জ(পরিঃ), কাহারোল; ঠাকুরগাঁও- সদর; গাইবান্ধা- সাদুল্ল্যাপুর, পলাশবাড়ী।	দিনাজপুর- বোচাগঞ্জ
৯	মোট ঋণ তহবিলে গড়মিল	কুড়িগ্রাম- রাজিবপুর	
১০	পুরাতন ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ	রংপুর- পীরগঞ্জ; লালমনিরহাট- সদর।	

পর্যালোচনাঃ লক্ষ্য করা যায় যে, উপজেলা হতে প্রেরিত প্রতিবেদন সমন্বিত করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের ক্ষেত্রে জেলা কার্যালয় হতে বর্ণিত ত্রুটিগুলো সংশোধন করে প্রেরণ করা হবে এমন প্রত্যাশা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতগণ প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থেকে পোস্টবক্সের ভূমিকা পালন করে থাকেন, যা কোনভাবেই কাম্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার রিপোর্ট প্রস্তুত ও অগ্রায়ন এবং জেলার উপ পরিচালকের এ ধরণের আচরণে উদাসীনতা অযোগ্যতা এবং অদক্ষতাই প্রমাণ করে। কাজেই মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতি এবং সমন্বয়ে সংশ্লিষ্টদের অধিকতর যত্নবান ও দায়িত্বশীল হয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা উচিত হবে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের অগ্রগতি, মাসিক প্রতিবেদনের অসংগতি সমূহ এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির অগ্রগতিঃ

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	রংপুর জেলা	১৮০	৫০	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ৭ নং কলামে ৯৪ এর স্থলে ৯০, ১০ নং কলামে ৫৮২ এর স্থলে ৫৭৫ এবং ১৩ নং কলামে ২৯৯৬২ এর স্থলে ২৯৯৮৯ লিখা হয়েছে।	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১৪জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =১০.৫০ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১৮০জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ৮৭.৪৫ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ০
২	রংপুর সদর	৭২	৬০	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৩	গঙ্গাচড়া	৭২	২৭	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ক্রমপুঞ্জিত ১৩ নং কলামে ৩৪৭২ এর স্থলে ৩৪৬৯ লিখা হয়েছে। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৪	মিঠাপুকুর	৭২	৭২	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইললে প্রেরণ করা হয়েছে।				
৫	তারাগঞ্জ	৫৪	৮৪	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি।ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৬	বদরগঞ্জ	৫৪	৫৪	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৭	পীরগঞ্জ	৫৪	৫৪	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৮	কাউনিয়া	৭২	৭২	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৯	পীরগাছা	৭২	৬৬	প্রতিবেদনের সর্বমোট ৩৪,৩৫, ও ৩৬ নং কলাম পূরন করা হয়নি। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				

০১। রংপুর জেলা হতে প্রেরীত আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের ডিসেম্বর-১৬ মাসের প্রতিবেদন (৪২ কলাম বিশিষ্ট) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জেলা কার্যালয় এবং জেলাধীন কোন উপজেলা কার্যালয়ই ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ নং কলাম পূরণ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি।

০২। কাউনিয়া, পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও মিঠাপুকুর লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্মী সৃজনে সক্ষম হলেও জেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ।

০৩। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	নীলফামারী	১২৬	১২৬	-	বিতরণের সংখ্যা =৭জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =৭.৫০ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১৩৯ জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ৮৬.৩০ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ০
২	সদর	৫৪	১৩৫	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৩	সৈয়দপুর	৭২	৪০	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৪	ডোমার	৫৪	৪৫	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৫	ডিমলা	৩৬	৩৩	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা				
৬	জলঢাকা	৫৪	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৭	কিশোরগঞ্জ	৩৬	৩৬	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা				

০১। নীলফামারী জেলা কার্যালয়, সদর,জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলা লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্ম সৃজনে সক্ষম হলেও অন্যান্য উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ।

০২। জনতা ব্যাংক হতে চলতি অর্থবছরে কোন কার্যালয় থেকে ঋণ বিতরণ করা হয়নি, যা অপ্রত্যাশিত।

০৩। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	লালমনিরহাট জেলা	১২৬	১২৬	-	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ২৬৪ জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ১৭১.৫৯ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ০
২	সদর	৫৪	১৩৫	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এম.এস ওয়ার্ডে ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৩	আদিতমারী	৭২	৪০	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৪	কালীগঞ্জ	৫৪	৪৫	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৫	হাতীবান্ধা	৩৬	৩৩	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৬	পাটগ্রাম	১৮	৬৩	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				

০১। নীলফামারী জেলা কার্যালয়, সদর,জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ উপজেলা লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্ম সৃজনে সক্ষম হলেও অন্যান্য উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক । যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ।

০২। জনতা ব্যাংক হতে চলতি অর্থবছরে কোন কার্যালয় থেকে ঋণ বিতরণ করা হয়নি, যা অপ্রত্যাশিত।

০৩। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	গাইবান্ধা জেলা	০	০	প্রতিবেদনে আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন (০) শূন্য দেখানো হয়েছে। প্রতিবেদনের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৪ নং কলামে ১৬৬৮১ এর স্থলে ১৬৬১৩, ৩৫ নং কলামে ৬৭০৮ এর স্থলে ৬৬৫৬এবং ৩৬ নং কলামে ২৩৩৮৯ এর স্থলে ২৩৩৮৯ লিখা হয়েছে।	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১২জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ১১.২৫ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ০
২	গাইবান্ধা সদর	১১৪	৪৫	প্রতিবেদনের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৪ নং কলামে ২০৭৩ এর স্থলে ২০০৫, ৩৫ নং কলামে ৯৩৩ এর স্থলে ৮৮১ এবং ৩৬ নং কলামে ৩০০৬ এর স্থলে ২৮৮৬ লিখা হয়েছে। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকার পরিবর্তে ছবি প্রেরণ করা হয়েছে।				
৩	সাঘাটা	৮১	৪৫	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৪	সাদুল্ল্যাপুর	১০৮	৭২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৫	পলাশবাড়ী	১২৩	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৬	গোবিন্দগঞ্জ	১২৩	২৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৭	ফুলছড়ি	১২৩	৪৯	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৮	সুন্দরগঞ্জ	১২৩	৩৬	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				

০১। গাইবান্ধা জেলা হতে প্রেরীত আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের ডিসেম্বর'১৬ মাসের প্রতিবেদন (৪২ কলাম বিশিষ্ট) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জেলা কার্যালয় এবং জেলাধীন সদর উপজেলা কার্যালয় ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ নং কলামে যোগে ভুল করা হয়েছে।

০২। জেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য উপজেলা যেমন-সদর, সাঘাটা,সাদুল্লাপুর,পলাশবাড়ী,গোবিন্দগঞ্জ,ফুলছড়ি,সুন্দরগঞ্জ লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্মী সৃজন করা হয়নি।

০৩। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	কুড়িগ্রাম জেলা	১৮৬	১০	প্রতিবেদনের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৩ নং কলামে ৩০৭০৪ এর স্থলে ৩০৭১৪ লিখা হয়েছে। প্রতিবেদন ছক (গ) এর সাথে ছক (খ)ও প্রেরণ করা হয়েছে।	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১৪জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =১০.৫০ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১৮০জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ৮৭.৪৫ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ০
২	সদর	৭২	৭২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৩	রাজারহাট	৫৪	৭২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৪	উলিপুর	৫৪	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৫	চিলমারী	৩৬	৫২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৬	রৌমারী	৫৪	১৬	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৭	রাজিবপুর	৫৪	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকায় ৬ হতে ২০ পর্যন্ত কলামে (-) ড্যাস চিহ্ন রয়েছে।				
৮	নাগেশ্বরী	৭২	৭২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৯	ফুলবাড়ী	৭৪	৭২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
	ভুরুঙ্গামারী	৩৬	২৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				

০১। সদর,রাজারহাট,উলিপুর,চিলমারী, রাজিবপুর, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্মী সৃজনে সক্ষম হলেও জেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ

০২। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	দিনাজপুর জেলা	১৪৪	৫০	প্রতিবেদনে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩৪, ৩৫, ৩৬ নং কলামের স্থলে পরিবারভিত্তিকের ৩১,৩২,৩৩ নং কলাম পূরন করা হয়েছে।	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ৬১জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =৫৬.২৫ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ১২৯৫জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ৬০৩.৬৫ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ=০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ কৃত টাকার পরিমাণ=০
২	দিনাজপুর সদর	৭২	৬৮	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকায় এক্সেল ফাইলের ৯নং কলামে ২টি তারিখের মাঝে স্পেচ না দিয়ে (-) ড্যাস চিহ্ন দেয়া হয়েছে।				
৩	বিরল	৫৪	৪২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৪	বোচাগঞ্জ	৭২	১৭	প্রতিবেদনে পরিবাবভিত্তিক তথ্য দেয়া হয়নি।				
৫	কাহারোল	৩৬	৩৬	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৬	বীরগঞ্জ	৫৪	৩০	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৭	খানসামা	৫৪	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৮	চিরিরবন্দর	৫৪	৩৯	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৯	পার্বতীপুর	৩৬	৪০	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
১০	ফুলবাড়ী	৩৬	৩৫	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
১১	বিরামপুর	৫৪	৩৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
১২	হাকিমপুর	৩৬	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
১৩	নবাবগঞ্জ	৫৪	৩০	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
১৪	ঘোড়াঘাট	৩৬	৬৭	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				

০১। দিনাজপুর হতে প্রেরীত আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের ডিসেম্বর'১৬ মাসের প্রতিবেদন (৪২ কলাম বিশিষ্ট) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জেলা কার্যালয় ৩৪, ৩৫ ও ৩৬ নং কলাম পূরণ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি।

০২। কাহারোল, খানসামা, পার্বতীপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলা লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্মী সৃজনে সক্ষম হলেও জেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ ।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	ঠাকুরগাঁও জেলা	১০৮	৮৪		ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ৩৫জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =৩৯.৮০ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ৭১৩জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ৪৫৫.৮৭ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ=০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ কৃত টাকার পরিমাণ=০
২	হরিপুর	১৮	১৮	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৩	রানীশংকৈল	৪৯	৯৭	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৪	পীরগঞ্জ	৭২	৭২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৫	বালিয়াডাঙ্গী	৫৪	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৬	সদর	৭২	৫২	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				

০১। হরিপুর,রাণীশংকৈল,পীরগঞ্জ,বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্মী সৃজনে সক্ষম হলেও জেলা কার্যালয়সহ সদর উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ।

০২। জনতা ব্যাংক হতে চলতি অর্থবছরে কোন কার্যালয় থেকে ঋণ বিতরণ করা হয়নি, যা অপ্রত্যাশিত।

০৩। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নং	কার্যালয়ের নাম	আত্মকর্ম সৃজন			কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি		জনতা ব্যাংক হতে ঋণ প্রদানের অগ্রগতি	
		ডিসে'১৬ পর্যন্ত		অসংগতির বিবরণ				
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত	ডিসে'১৬	ক্রমপুঞ্জিত
১	পঞ্চগড় জেলা	১০৭	৪৬	প্রতিবেদনের ৫ নং কলামে ২৯ এর স্থলে ২৩ এবং ১৩ নং কলামে ২২৬৯৯ এর স্থলে ২২৬৯৮ লিখা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির ৩৪ নং কলামে ১৫৬২০ এর স্থলে ১৫৫৭০, ৩৫ নং কলামে ৯২৯১ এর স্থলে ৯২৪২ এবং ৩৬ নং কলামে ২৪৯১১ এর স্থলে ২৪৮১১ লিখা হয়েছে।	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ =০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা = ৩৩৮জন বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ = ২২২.২৫ লক্ষ টাকা	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ- কৃত টাকার পরিমাণ=০	ঋণ বিতরণের সংখ্যা =০ বিতররণ কৃত টাকার পরিমাণ=০
২	পঞ্চগড় সদর	৫৪	৪৮	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৩	তেঁতুলিয়া	৫০	৪৮	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির ৩৪ নং কলামে ২১৪৯ এর স্থলে ২০৯৯, ৩৫ নং কলামে ১৪৩৮ এর স্থলে ১৩৮৯ এবং ৩৬ নং কলামে ৩৫৮৭ এর স্থলে ৩৪৮৭ লিখা হয়েছে। ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়েছে।				
৪	আটোয়ারী	৫৪	৫৬	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তথ্য বিহীন ফাইল প্রেরণ করা হয়েছে।				
৫	বোদা	৫৪	৫৪	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				
৬	দেবীগঞ্জ	৩৬	৩৬	ওয়েবসাইটে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।				

০১। আটোয়ারী, বোদা এবং দেবীগঞ্জ উপজেলা লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক আত্মকর্মী সৃজনে সক্ষম হলেও জেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য উপজেলার অগ্রগতির চিত্র হতাশাজনক। যে সকল উপজেলায় আত্মকর্মী সৃজনের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে তার গুনগত মান যথেষ্ট প্রশ্ন স্বাপেক্ষ।

০২। কর্মসংস্থান ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক হতে চলতি অর্থবছরে কোন কার্যালয় থেকে ঋণ বিতরণ করা হয়নি, যা অপ্রত্যাশিত।

০৩। বারবার তাগিদ এবং নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও ওয়েবসাইটে উপজেলা হতে আত্মকর্ম সৃজনের তালিকা এক্সেল ফাইলে প্রেরণ করা হয়নি।

নির্দেশনাঃ

০১। যথাযথ সকল কলামে যথাযথ তথ্য দ্বারা পূরণ করে নির্ধারিত সময়ে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

০২। ০৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১০ নং স্মারক পত্রের নির্দেশনা এবং উদাহরণ অনুসরণ করে আগামী ২৮/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সকল কার্যালয়ের আত্মকর্মসংস্থানের তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৩। কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং জনতা ব্যাংক হতে যুবদের অধিক হারে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির জন্য যোগাযোগ বৃদ্ধি করে ইতিবাচক ফলাফল নিয়মিতভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

উদ্ভাবনী বিষয়ে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধারনা প্রদান ও করণীয় নির্ধারণ ঃ

কর্মশালার এ অংশে উদ্ভাবনী বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন যে, উদ্ভাবনকে পূর্বে সরকারী চাকুরীতে উৎসাহিত করা হতো না কিন্তু বর্তমান সরকার এ বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ইন্টারনেট সুবিধার সহজলভ্যতা, আউটর্সোসিং, মোবাইল ফোনে ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সুবিধা, মোবাইল ফোনে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ইত্যাদি ডিজিটাল সুবিধা ইনোভেশন তথা ডিজিটালাইজেশনের ফল। তিনি বলেন ইনোভেশন করার জন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার বা ইন্টারনেট বাধ্যতামূলক নয়। আমাদের প্রচলিত সেবা পদ্ধতির মধ্যে যদি নতুন কোন মাত্রা যোগ করা যায় যাতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়াটি সহজ হয় এবং সেবাগ্রহীতার দুর্ভোগ লাঘব হয় সেটাই হবে সার্ভিস ইনোভেশন। তিনি বলেন, ইনোভেশন পরিমাপ করা যায় সেবা প্রদানে Time, cost & Visit (TCV) নিয়ামক ব্যবহার করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ইনোভেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে সরকারে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৮৪ জন কর্মকর্তা ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের নিজ নিজ অফিসে ইনোভেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উপর থেকে ইনোভেশন চাপিয়ে দিলে তাতে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়না। ঋণ বিতরণ ও আদায়, প্রশিক্ষণ এবং যুব সংগঠন তালিকাভূক্তির বিষয়ে এটিকে কাজে লাগানো সম্ভব। তিনি বলেন, সকলেরই উদ্ভাবন ক্ষমতা রয়েছে। শুধুমাত্র আন্তরিকতা, মনোনিবেশ ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে হবে তবেই নতুন নতুন ধারনা জন্ম নেবে।

তিনি বলেন সার্ভিস ইনোভেশনের পাশাপাশি অধিদপ্তরে বিশেষ করে ঋণ শাখার কার্যক্রমকে ডিজিটাইলড করার জন্য অনলাইনে ঋণের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অনলাইনের ঋণের প্রাথমিক আবেদন প্রক্রিয়া করা, অনলাইনে আত্মকর্মের তথ্য প্রেরণ ও সংরক্ষণ, মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে যুব ঋণের কিস্তি আদায় প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আসবে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণের আবেদন করার প্রক্রিয়া চালু হতে চলেছে। তিনি বলেন, যুবদের সুবিধা প্রাপ্তিতে TCV কমিয়ে সেবা সহজলভ্য করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ইনোভেশনের কাজ চলছে। তাই আমাদেরকেও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে সেবাকে সহজতর করে জনগনের কাছে পৌছাতে হবে। প্রসংগক্রমে তিনি সমাপ্ত উত্তরবঙ্গ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে পরামর্শ প্রদান করেন। তবে বিতরণকৃত ঋণ অব্যাহতভাবে আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃজনে অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা ও করণীয়ঃ

এ সেশনে পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) উল্লেখ করেন যে, অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সকল কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজন/কর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ। আত্মকর্মী প্রকল্প গ্রহণ করলে তার পাশাপাশি পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে কর্মসংস্থানের Chain তৈরী হয় এবং তারা জিডিপিতে অবদান রাখতে পারে। তিনি বলেন আত্মকর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাকে আত্মকর্মসংস্থান বলবে, আত্মকর্ম সৃজনের পদ্ধতি ও কৌশল এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলার জনবলকে চার পৃষ্ঠার একটি ধারনা পত্র দেয়া হয়েছে। আত্মকর্ম সৃজনের জনভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে, বছর শেষে তার কতটুকু প্রতিপালিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন যে, আত্মকর্ম সৃজনের জনভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কোন সমস্যা বা পরামর্শ বিষয়ে কোন পত্র পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, আত্মকর্মীর তথ্য দৃশ্যমান করার জন্যই ওয়েবসাইটে আত্মকর্মীর তথ্য আপলোড এর কাজ চলছে, পরামর্শ মাফিকসে কাজকে দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, আত্মকর্মসংস্থানে পুঁজির ভূমিকা যেহেতু অত্যাবশ্যক সেহেতু কাজটি সাধনে প্রথমেই পরিবারের Resource কে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ প্রশিক্ষিত যুবদের ৪০-৫০% পরিবারের সামর্থ রয়েছে পরিবারে পুঁজির মাধ্যমে আত্মকর্মী হওয়ার। এব্যাপারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীগণকে বাস্তবভাবে ভূমিকা রাখতে হবে, যেন প্রশিক্ষিত যুবকে পরিবার পুঁজি সরবরাহ করতে আস্থা পায়। লক্ষ্য করা গেছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্য হতে মাত্র শতকরা ১০-১২ ভাগ যুবকে দপ্তরের পক্ষে ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়। তাই অবশিষ্ট প্রশিক্ষিত যুবদের পুঁজি যোগান দেয়ার জন্য পরিবার বা সমাজের অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মেল বন্ধন সৃষ্টির কাজ আমাদেরকে দক্ষতার সাথে প্রতিপালন করতে হবে। প্রশিক্ষিত যুবদের পুঁজি যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও পিকেএসএফ এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে, এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে কোন কোন স্থানে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এ কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে এ কাজে সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে। অর্থাৎ এ সমস্ত সংস্থার সাথে সেতুবন্ধন তৈরী করে যুবদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ঋণ প্রদানের অন্যতম লক্ষ্য এই, ঋণ গ্রহীতা যুব ঋণ গ্রহণ করে যেন নিজে আত্মকর্মী এবং আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হতে পারে।

সাধারণ নির্দেশনা ঃ

প্রতিটি জেলা/উপজেলাকে আলাদাভাবে নিম্নে প্রদত্ত অনুশাসন সময়মত যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে-

ক) অংশ গ্রহনকারী উপজেলা এবং জেলাধীন অন্যান্য উপজেলাকে বছরের শুরুতে নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০ জুন'২০১৭ এর মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে।

খ) সকল উপজেলা হতে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত ঋণ প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

গ) চলতি বছর আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে জেলা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলার সংশ্লিষ্ট জনবলকে জনভিত্তিক যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে জেলা কার্যালয় ও যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবলের যথেষ্ট শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য, গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক নয়।

ঘ) ইতোপূর্বে আত্মকর্মীর তালিকা যে উপজেলা হতে যে পর্যন্ত ওয়েবসাইটে এক্সেল ফরমেটে আপলোড করা হয়েছে অব্যাহত রাখতে হবে এবং অবশ্যই জুন'১৭ এর মধ্যে সমুদয় কাজ শেষ করতে হবে।

ঙ) ঋণ কার্যক্রমে যে কোন অনিয়ম এবং আত্মসাতের জন্য প্রাথমিকভাবে জেলা এবং উপজেলার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে দায়ী করা হবে।

চ) প্রতিটি জেলা উপজেলার কর্মসংস্থান ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক হতে যুবদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগীতা প্রদানের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময়ী প্রশিক্ষিতদের তথ্য তথায় পাঠানোসহ ব্যক্তিগতযোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সভা করে অগ্রগতি, সম্ভাবনা ও সমস্যা নিরূপণ বিষয়ক নির্দেশনা বেশীর ভাগ জেলাতেই বাস্তবায়িত হয়নি, যা অবশ্যই পালনীয়।

ছ) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজ না করলে তাকে যথাযথ বিধি অনুসরন করে করে পত্র প্রদান করা এবং তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলন ঘটানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জ) ঋণের অর্থ আত্মসাত বা ঋণ বিতরণ ও আদায়ে অনিয়ম ঘটলে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণসহ কর্তৃপক্ষে জানাতে হবে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের জন্য যথাথযভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঝ) কর্মশালায় প্রদত্ত তথ্য নির্দেশনা সম্বলিত কাগজপত্র একটি নথিতে সংরক্ষণ করতঃ সে মাফিক মাস ভিত্তিক অগ্রগতি পযালোচনা ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

ঞ) সাধারণভাবে খেলাপীর দায় পূর্বে কর্মরতদের উপর বর্তানো যাবে না। যখন যিনি যে কর্মস্থলে কর্মরত থাকবেন তার উপরই আদায়ের দায়িত্ব বর্তাবে।

ট) পরবর্তী নির্দেশ নাদেয়া পর্যন্ত সমাপ্ত উত্তরবঙ্গ প্রকল্পে নতুন করে ঋণ বিতরণ বন্ধ থাকবে, তবে বিতরণকৃত ঋণ যথাযথভাবে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

সমাপনী অনুষ্ঠান ঃ

কর্মশালার সমাপনী অংশে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, একা কাজ করে অধিদপ্তরের ভাবমূর্তিকে উজ্জল করা যাবে না। সকলে সম্মিলিত ভাবে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকতে হবে। তিনি বলেন, কর্মশালায় দিন ব্যাপী আলোচনায় ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিদপ্তরের সাথে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) বিষয়ে আলাচনা হয়েছে। APA চলতি বছরে উপ পরিচালক পর্যন্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী বছরে হয়ত উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পর্যন্ত এ চুক্তি স্বাক্ষর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে পারে। অর্থাৎ কর্মসম্পাদনের দায়ভার তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ দমনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে জঙ্গীবাদ এবং শুদ্ধাচারের উপর একটি করে সেশন রাখা যেতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আত্মকর্ম সৃজন সংক্রান্ত বিষয়টি জেলা এবং উপজেলা সমন্বয় সভাতে আলোচনা করা যেতে পারে, যাতে সকলের নিকট হতে এ ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়া যায়। তিনি পরামর্শ প্রদান করেন যে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন যুবদের আত্মকর্মী এবং উদ্যোক্তা হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষিত যুবদের তালিকা ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করে তাদের নিয়মিত মনিটরিং করা এবং আত্মকর্মী হতে সহায়তা করার কাজ আরো জোরদার করতে হবে এবং আরো আন্তরিক হতে হবে। তিনি প্রতিটি জেলাতে প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে সম্মেলন বা তাদের কোন এসোসিয়েশন গড়ে তোলা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দেন। এ পর্বে পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ) নীলফামারী জেলায় কর্মশালার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপপরিচালক নীলফামারী এবং তার পুরো টিমকে ধন্যবাদ জানান এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন আজকের কর্মশালায় যে আলোচনা ও দিক নির্দেশনা দেয়া হলো তা অংশগ্রহণকারী প্রতিটি জেলা ও উপজেলার কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন:

উপপরিচালক নীলফামারী এ জেলায় এ ধরনের একটি বড় আয়োজনের সুযোগ দেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও ক্রেডিট সুপারভাইজারগণকে দিনব্যাপী কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি দিন ব্যাপী কর্মশালা আয়োজনের ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০২.০৩.১৭
(মোঃ এরশাদ-উর-রশীদ)
পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
ফোন ঃ ৯৫৬১৩৫৩।

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৮.২৮.২৯.০০৯.০৬ - ৮৩ তারিখ ঃ ০২-০৩-২০১৭

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থেঃ

০১। উপ-সচিব(যুব-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা ।
০৩। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রংপুর/নীলফামারী/লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড় কে কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে মনোনিবেশ পূর্বক যথারীতি তদারকি, মূল্যায়ন ও পাক্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
০৪। সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রংপুর/নীলফামারী/লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম/গাইবান্ধা/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড় জেলা ।
০৫। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,..........................উপজেলা..........................জেলা।
০৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭। অফিস কপি।

০২.০৩.১৭
(মোঃ শাহীনুর রহমান)
সহকারী পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)
ফোনঃ ৯৫১৫০১৯।